কে, এ, এম, মোর্শেদ

শেয়ার বাজারে তথ্য প্রযুক্তি ঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ

ব্যাপারটাই এমন। যার কাছে যত বেশি তথ্য আর যে যত ভালভাবে সে সব তথ্যের ব্যবহার ঘটাতে পারবে শেয়ার বাজারে সেই সেরা। বুঝতেই পারছেন, এ ব্যবসায় যারা জড়িত তাদের কাছে তথ্য বিশেষ করে কোন নির্দিষ্ট শেয়ার বা সংশ্লিষ্ট কোম্পানী সংক্রান্ত তথ্য কতটা দামী। স্বাভাবিকভাবেই এই সব দামী তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাকার সব কাজে আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার অপরিহার্য। আসলেই, শেয়ার বাজার এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণে কমপিউটারের ব্যবহার প্রায় কমপিউটার-এর ইতিহাসের মতই পুরানো। আজকের দিনে কমপিউটার ছাড়া এ ব্যবসার কথা উন্নত, আধা উন্নত এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও ভাবা যায় না (আমাদের কথা? সেটাতো বরাবরই আলাদা!)। এই সব দেশে ছোট ছোট শেয়ার দালাল থেকে বড় বড় প্রতিষ্ঠান–যারা এ ব্যবসায় জড়িত তারা সবাই কমপিউটার ব্যবহার করছে, গড়ে তুলছে নিজস্ব ডাটা ব্যাঙ্ক।

আসুন তবে দেখা যাক, শেয়ারের সাথে তথ্য আর তথ্যের সাথে কমপিউটারের যে সম্পর্ক তাতে অন্যেরা কি করছে এবং আমরা কি করছি।

শেয়ার ব্যবসার মূল সূত্রটি হল সস্তায় শেয়ার কিনে দামে বেচা, ব্যাস পার্থক্যটা হল লাভ। খুবই সোজা-সাপ্টা ব্যাপার। কিন্তু সামান্য সমস্যাও আছে। সমস্যাটা হল আপনাকে ঠিক ঠিক চিনতে হবে যে কোন্ শেয়ারের দাম বাড়বে আর কোন্‌টি কমবে। যদি চিনতে পারা যায় তবে বাকী কাজটা হল, যেগুলোর দাম কমবে বলে মনে হচ্ছে সেই সব শেয়ার যদি আপনার কাছে থাকে তবে তা বেচে দিয়ে ঐ সব শেয়ার কেনা যার দাম বাড়বে। কিন্তু কি করে বুঝবেন যে কোন্ শেয়ারের দাম বাড়বে আর কোন্ শেয়ারের দাম কমবে? সোজা কথায় শেয়ারের দাম বাড়বে না কমবে তা কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। ঐ বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করেই আপনাকে যে কোন শেয়ারের ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে হবে।

এই ভবিষ্যত আন্দাজ করার জন্য আপনাকে প্রথম যা জানতে হবে তা হল সংশ্লিষ্ট শেয়ারটির অতীত ইতিহাস। জানতে হবে বিগত বছরগুলোতে ঐ শেয়ার কতটি, কত টাকা হারে বেচা হয়েছে। সাধারণত যে কোন নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণের জন্য কোন শেয়ার বিগত দশ বা ততোধিক বছরে কোন দিন কি হারে বেচা হয়েছে, প্রতিটি লেনদেনের সময় এইসব শেয়ারের দাম কি হারে পরিবর্তন হয়েছে এইসব তথ্য জানা দরকার।

দ্বিতীয় যে তথ্যটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল এই শেয়ার মালিকরা বিগত বছরগুলোতে কি হারে লভ্যাংশ (divident) পেয়েছে সেটা। এখানেও বিগত দশ বা ততোধিক বছরের তথ্য জানা দরকার। সাথে সাথে এও জানতে হবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর মূলধন পরিবর্তন সম্পর্কিত ইতিহাস।

অন্য যে তথ্যটি জানা দরকার। তা হল যে কোম্পানীর শেয়ারের ভবিষ্যত আমরা আন্দাজ করতে চাচ্ছি সেই কোম্পানীর হাল অবস্থা। যেমন, আপনাকে জানতে হবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর ব্যবসার ধরন। এ থেকে আপনি ঐ কোম্পানীর সাথে কি পরিমাণ ঝুকি জড়িত আছে তা জানতে পারবেন। সাধারণভাবেই বলা যায়, যে কোন খনিজ অনুসন্ধানকারী ব্যবসার চেয়ে একটি নার্সিং হোমের ঝুকির পরিমাণ অনেক কম। স্বাভাবিকভাবেই এই তথ্যটি না জানলে আপনি হয়ত এমন শেয়ার কিনবেন যা জানলে কিনতেন না। এছাড়া ব্যবসার ধরন দেখে আপনি অন্ততঃ আন্দাজ করতে পারবেন কোম্পানীটি যে ধরনের ব্যবসা করছে তার ভবিষ্যৎ, কি ধরনের মুনাফা কোম্পানীটি করতে পারে ইত্যাদি। এছাড়াও ঐ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার কেনার আগে কারা ঐ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনায় আছে, তাদের সাথে মালিকদের সম্পর্ক কেমন, কি ধরনের যন্ত্রপাতি ঐ কোম্পানী ব্যবহার করছে, কোম্পানীর উৎপাদিত দ্রব্য বা সেবার মান কেমন ইত্যাকার হাজারো তথ্য জানা দরকার। সত্যি কথা বলতে এগুলো সম্পর্কে যত ভালভাবে ও যত বিশদভাবে জানবেন, ঐ কোম্পানীর শেয়ারের ভবিষ্যত জানাও আপনার জন্য তত সহজ হবে।

এতক্ষণ যে সব বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম সেগুলো হল ঐ কোম্পানী ও তার শেয়ার সম্পর্কিত কিছু নির্দেশক যার উপরে ঐ শেয়ারের দাম নির্ভর করে। এ ছাড়াও আর যা জানতে হয় তার মধ্যে প্রধান হল অর্থনীতির সামগ্রিক অবস্থা। যদি ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়, তবে আশা করা যায় যে মোটামুটি সব শেয়ারেরই দাম বাড়বে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, সরকারী নীতি ইত্যাদি আরও অনেক বিষয়ের উপর শেয়ারের দাম নির্ভর করে।

সুতরাং দেখাই যাচ্ছে যে একটা শেয়ারের দাম বাড়বে না কমবে অর্থাৎ ঐ শেয়ারটা কিনবো না বেচে ফেলবো শুধু এটা ঠিক করতেই অনেক অনেক তথ্য দরকার। অবশ্য বাস্তব পরিস্থিতি আরও জটিল। কারণটা হচ্ছে, বাস্তবে আপনাকে শুধু জানলেই চলবে না কোন শেয়ারটা ভাল এবং কোনটা কেনা উচিত, আপনাকে জানতে হবে যে কোন শেয়ারটা সবচেয়ে ভাল। অর্থাৎ কোন শেয়ার কেনার আগে ঐ শেয়ার সংক্রান্ত তথ্যগুলোকে বাজারের আর সব শেয়ার সংক্রান্ত তথ্যের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে এবং তারপর পৌছুতে হবে সিদ্ধান্তে।

উপরে যে সমস্ত তথ্যের তালিকা আমরা দেখলাম সেগুলো অবশ্যই খুবই প্রাথমিক ধরনের তথ্য। বাস্তবে আরও অনেক তথ্য না জেনে শেয়ারের ব্যবসায় ভাল করাটা অসম্ভবের কাছাকাছি একটা ব্যাপার। যাহোক তালিকাটা থেকে শেয়ার ব্যাবসায় প্রয়োজনীয় তথ্যের বিশালতার ব্যাপারটা হয়তো বোঝা যায়–যা চট করে বোঝা যায় না তাহলো তথ্যগুলোর গতিময়তা বা Dynamics। এক কথায় এসব তথ্য বদলাচ্ছে প্রায় প্রতি মুর্হূতে– তাই প্রতি মুর্হূর্তেই কোন্ শেয়ারটি কেনা উচিত আর কোন শেয়ারটি বেচা উচিত এই ব্যাপারটিও বদলাচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ, ধরুন সব কিছু বিচার করে দেখা গেল যে কোন একটা নির্দিষ্ট শেয়ারের দাম যদি ৫০০ টাকা হতো তবে সেটা কেনাই হতো সবচেয়ে লাভজনক। কিন্তু দেখা গেল ঐ মুহূর্তে শেয়ারটি ৫২০ টাকা দরে বেচা কেনা হচ্ছে। হয়তো দিনের এক সময় শেয়ারটির দর ৫০০ টাকায় নেমে এল, অর্থাৎ একজন শেয়ার মালিক বাজারে এলেন যিনি ৫০০ টাকা হলেই তার শেয়ারগুলো বেচে দিবেন। যে মুহূর্তে ঐ বিক্রেতা তার শেয়ারগুলো ৫০০ টাকা হারে বেচতে চাইলেন ঠিক সেই মুহূর্তেই কিন্তু ঐ শেয়ারটাই আপনার বিবেচনায় বাজারের সেরা শেয়ারে পরিণত হল। অর্থাৎ তক্ষুনি আপনার উচিত ঐ শেয়ারগুলো কিনে নেওয়া। কিন্তু যদি আপনার মত অন্য এক জন বিনিয়োগকারী শেয়ারগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তার বিবেচনায়ও যদি ৫০০ টাকা দরে ঐ শেয়ারটি সবচেয়ে ভাল শেয়ার হয় তবে? তবে আর কি? সেই ভদ্রলোকই শেয়ারগুলো আপনার আগে কিনে নেবেন।

আবার ধরুন কোন ঔষধ কোম্পানী একটা নতুন ধরনের ঔষধ আবিষ্কার করল। যদি দেশের ঔষধ বাজার সম্পর্কে আপনার কাছে তথ্য থাকে আর তা বিশ্লেষণ করে বুঝলেন যে এই নতুন ঔষধটির বাজারে যথেষ্ট চাহিদা হবে, তখন আপনি চট করে বুঝে যাবেন যে যখন ঔষধটি বাজারে আসবে তখন ঐ কোম্পানীর লাভ বেড়ে যাবে এবং সে কারণেই শেয়ারের দামও বেড়ে যাবে। কাজেই দেরী না করে ঐ শেয়ারটি আপনি কিনে ফেলে লাভবান হতে পারবেন। কিন্তু যারা দেশের ঔষধ শিল্প নিয়ে যথেষ্ট

ছবিতে ঘরে বসে কমপিউটারে শেয়ার বেচা-কেনা করার জন্য বাজার যাচাই করছেন একজন বিদেশিনী।

জানেন না তারা তো ব্যাপারটা আন্দাজই করতে পারবে না–ফলে তারা যখন ব্যাপারটা জানবে ততক্ষণে দেখা যাবে শেয়ারের দাম বেড়ে গেছে। সুতরাং, ঘুরে ফিরে ঐ এক জায়গাতেই আমরা এলাম, সেটা হল, শেয়ারের বাজারে ভাল করতে হলে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্যটি জানা থাকা চাই, নয়তো পদে পদে ঠকে যাবার সম্ভাবনা।

এবার আসুন দেখি শেয়ার ব্যবসার সাথে জড়িত এই যে বিশাল তথ্যরাজি এবং এই যে তাৎক্ষণিকতা এর সাথে কমপিউটারের যোগটা কোথায়। প্রথমতঃ বাজার সংক্রান্ত লক্ষ লক্ষ তথ্য ধারণ করার জন্য কমপিউটারের বিকল্প নাই। কাগজে কলমে তথ্যগুলো ধারণ করা হয়তো যায় কিন্তু এ থেকে মুহূর্তের ভগ্নাংশে কোন সাধারন বিশ্লেষণ ও সম্ভব নয়। অবশ্য কমপিউটারের কথা আলাদা, তথ্য ব্যাংক থেকে ব্যবহারকারী বোতাম টিপেই এ সংক্রান্ত তথ্য ও বিশ্লেষণ পেতে পারেন। চোখের পলকেই।

দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রে কমপিউটারের ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী সেটা হল এসব তথ্য এবং বিশ্লেষণ সময়মত শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের সরবরাহ করা। বর্তমান সময়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও একই সাথে কমপিউটার প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে অবস্থা এমন দাড়িয়েছে যে পৃথিবীর যেখানেই আপনি থাকেন না কেন, আপনার কমপিউটারের পর্দায় প্রয়োজনীয় তথ্যটি পেয়ে যাবেন সহজেই এবং ঠিক তখনই, যখন সেগুলো আপনার দরকার।

শেয়ার বাজারে কমপিউটার ঃ

আধুনিক প্রযুক্তির কমপিউটার শেয়ার বাজারের আদলটাই বদলে দিয়েছে। আগে ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট ফ্লোরে মাছের বাজারের মত দর হাকাহাকি করতো (যার নিদর্শন ঢাকার স্টক এক্সচেঞ্জে বিদ্যমান) এবং দামে মিললে বেচা কেনা হতো। কিন্তু এখনকার অবস্থা ভিন্ন। এখন বিক্রেতা তার কমপিউটার টার্মিনালের মাধ্যমে অন্য সবাইকে জানিয়ে দেয় যে, সে কোন একটা নির্দিষ্ট কোম্পানীর নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার বেচতে চায়, অন্য ব্রোকাররা তাদের টারমিনাল থেকে একইভাবে এ সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা জানায়। তারপর দুপক্ষ রাজী হলে টারমিনালের মাধ্যমেই তারা স্টক এক্সচেঞ্জ কোম্পানীকে জানিয়ে দেয় তাদের লেনদেনের কথা। তার আরও অনেক পরে কর্তৃপক্ষের মধ্যস্থতায় প্রকৃত শেয়ারের মালিকানা অদল বদল হয়। এ ধরনের লেনদেনকে বলা হয় পেপারলেস ট্রেডিং। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, উন্নত যেকোন দেশে আপনি এই পদ্ধতি বা এর কাছাকাছি যেকোন একটা কমপিউটারভিত্তিক লেনদেন পদ্ধতি দেখতে পাবেন।

আমেরিকায় এই কমপিউটার ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ ও আমেরিকান স্টক এক্সচেঞ্জ ছাড়া আরও একটা বিশাল স্টক বাজার গড়ে উঠেছে– সেই ৭০-এর গোড়ার দিকে। সাধারণভাবে এই মার্কেটকে বলা হয় "ওভার দ্যা কাউন্টার" (ওটিসি) বা তৃতীয় বাজার। প্রথম দুটি বাজারের মত এটি কোন নির্দিষ্ট বাড়ি বা জায়গা বুঝায় না। বরং সারা আমেরিকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাজার হাজার শেয়ার পাইকারের একটা কমপিউটার নেটওয়ার্কের নাম হচ্ছে এই ওটিসি। ওটিসির মাধ্যমে যেকোন ক্রেতা বা বিক্রেতা অন্য পাইকারের কাছ থেকে তাদের পছন্দমত খুচরা শেয়ার কিনতে বা বেচতে পারেন। আবার একইভাবে এসব পাইকাররাও তাদের নিজেদের মধ্যে ইচ্ছেমত শেয়ার পাইকারী দরে কিনতে বা বেচতে পারেন। কমপিউটার ব্যবহার করায় এই বাজারে তথ্য আদান-প্রদান হয় খুব দ্রুত এবং এই জাতীয় লেনদেনের খরচও পড়ে খুব কম। তাই অন্যসব এক্সচেঞ্জের তুলনায় অনেক কম দালালী দিয়েও এই বাজারে আপনি সহজে শেয়ার কেনা-বেচা করতে পারেন।

এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ শেয়ার বাজার সিঙ্গাপুর স্টক এক্সচেঞ্জেও এধরনের একটা ব্যবস্থা চালু আছে। এটাকে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিস্টেম বলা হয়। এই সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বা সিডিপি হচ্ছে মূল স্টক এক্সচেঞ্জের একটা সহযোগী প্রতিষ্ঠান। এটা অনেকটা ব্যাংকের মতই প্রতিষ্ঠান। এখানে আপনি অনেকটা ব্যাংকের মতই একাউন্ট খুলতে পারেন। তারপর আপনার শেয়ার এজেন্টের মাধ্যমে ইচ্ছেমত শেয়ার কেনা-বেচা করতে পারেন। যখন কোন শেয়ার কিনবেন তখন আপনার শেয়ার এজেন্টের কমপিউটার টারমিনালের মাধ্যমে তা সিডিপিকে জানাবেন এবং সিডিপি শেয়ার কিনে আপনাকে জানিয়ে দেবে। এখানে সত্যিকার অর্থে শেয়ার কাগজের (Share Certificate) হাত বদল হয় না। শুধু আপনার একাউন্টে ঐ শেয়ারগুলোকে ক্রেডিট করা হয়। একই ভাবে, যখন কোন শেয়ার বিক্রয় করবেন, তখন শুধু কমপিউটার টারমিনালের মাধ্যমে জানালেই হবে। ব্যাস সিডিপি আপনার হয়ে বাকি কাজ সারবে। এই পদ্ধতিতে আপনি চাইলে একটি টারমিনালের সাহায্যে আপনার শেয়ার হোল্ডিং-এর অবস্থা সহজেই জানতে পারবেন। এ জাতীয় টারমিনালকে বলা হয় অটোমেটেড সেলফ সার্ভিস এনকোয়ারী টারমিনাল। অর্থাৎ, এই কমপিউটার টারমিনালের মাধ্যমে যে কোন সময় কমপিউটারের সাহায্যে আপনার সিডিপি একাউন্টের হাল হকিকত জানতে পারবেন। চাইলে টারমিনালের সাথে যুক্ত প্রিন্টারে আপনার শেয়ার সংক্রান্ত সমস্ত লেনদেনের হিসাব একটা কাগজে ছাপিয়েও নিতে পারেন।

অবশ্য শুধু উন্নত দেশের কথাই বা বলি কেন। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এরই মধ্যে তাদের সবচেয়ে বড় স্টক এক্সচেঞ্জ কোম্পানী 'বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে' কমপিউটারায়নের কাজ শেষ করেছে। ৯২ কোটি টাকার উপরে খরচ করে তারা যে সিস্টেমটি বসিয়েছে তাতে তারা ব্যবহার করেছে ট্যান্ডম কোম্পানীর K10000 রেঞ্জের দুটি সার্ভার। এই সিস্টেমটি চালানোর জন্য তারা যে সফটওয়্যারটি (BOLT—BSE Online Trading) ব্যবহার করছে সেটি তৈরি করেছে ভারতেরই একটা সফটওয়্যার উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ১,৪০০ ওয়ার্কস্টেশন বা টারমিনালের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতারা তাদের নিজস্ব অফিসে বসেই বেচা কেনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। পরিকল্পনায় আছে, অচিরেই এই সংখ্যা ৩০০০ এ উন্নিত হবে। শুধু তাই না, ভারত এমনও ভাবছে যে সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সমস্ত ক্রেতা বিক্রেতাকে তারা এই বছরের শেষ নাগাদ একটি কমপিউটার নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসবে। তখন সেটা দাড়াবে আমেরিকার ওটিসি বাজারের ভারতীয় সংস্করণ। এছাড়া ভারত সিঙ্গাপুরের মত সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের কাজও হাতে নিয়েছে। এই নতুন কমপিউটার নির্ভর পদ্ধতি চালু করায় এখন বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে কোন শেয়ার কিনতে বা বেচতে চাইলে আপনি যাবেন পছন্দসই কোন ব্রোকারের অফিসে। সেখানে আপনার পছন্দের কথা জানালে অফিসে বসেই কমপিউটারের মাধ্যমে ব্রোকার তা জানিয়ে দেবে ঐ নেটওয়ার্কের যুক্ত আর সবাইকে। ফলে খুব অল্প সময়েই পেয়ে যাবেন আপনার পছন্দের শেয়ারের ক্রেতা বা বিক্রেতা।

আসুন এবার দেখি কমপিউটারের এই যে ব্যবহার তা শেয়ার বাজারে তথ্যের প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে কিভাবে বদলে দিয়েছে। সন্দেহ নেই যেসব শুধু রাজির কথা আমরা শুরুতেই বলেছি তা কাজে লাগানোর মত করে সংরক্ষণ করার জন্য কমপিউটারের বিকল্প নেই। সাথে সাথে এই সব তথ্য বিশ্লেষণ করে কোন সিদ্ধান্তে পৌছাবার জন্যও কমপিউটারই হচ্ছে একমাত্র ভরসা।

আরেকটু স্পষ্ট করে এভাবে বলা যায় যে, গড়ে প্রতিদিন একটি ব্যস্ত শেয়ার বাজার থেকে ১০ থেকে ১২ হাজার উপাত্ত তৈরি হয়। সংখ্যাটি দেখেই বোধ হয় বুঝতে পারছেন যে এই পরিমাণ উপাত্ত যদি প্রতিদিন লিখে সংরক্ষণ করতে হতো তবে অবস্থা কি দাড়াত। আর আজকের দুনিয়ায় যখন আপনাকে সারা পৃথিবীর ৩০ থেকে ৪০টি স্টক এক্সচেঞ্জের খবরাখবর রাখতে হয় তখন এই ৩০০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ তথ্য প্রতিদিন সংরক্ষণ করা কমপিউটার ছাড়া চিন্তা করা যায় না।

এছাড়াও অন্য যে ব্যাপারটি এর সাথে চলে আসে তা হল এই সব ডাটা ব্যাঙ্কে রক্ষিত বিপুল পরিমাণ তথ্যের বিশ্লেষণ। আগেই বলেছি তথ্যের সময়মত বিশ্লেষণ হচ্ছে শেয়ার ব্যবসার মূল সূত্র। সুতরাং এই সব তথ্য থেকে আপনাকে মুহূর্তে বের করে আনতে হবে বিশ্লেষণের ফলাফল। দ্রুত ও নির্ভূলভাবে। এটি সম্ভব শুধুমাত্র কমপিউটারেই। শুধু তাই নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই যুগে কমপিউটার আপনাকে পরামর্শও দেবে–কোন শেয়ার বেচা আর কোন শেয়ার কেনা যায়।

এখানে আরো একটা ব্যাপার না বললেই নয় তা হচ্ছে বর্তমান যুগের অকল্পনীয় টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের হাত ধরেই এই সব তথ্য বিশ্লেষণ পেয়ে যাবেন আপনার ডেস্কে। এমন অনেক কোম্পানী আছে যাদের সদস্য হয়ে আপনি আপনার ঘরে বসে পেতে পারেন এই সব তথ্য। যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে, আপনার থাকতে হবে কমপিউটার এবং সেই সাথে আপনার কমপিউটারে চলতে হবে একটা বিশেষ সফটওয়্যার যার কাজই হল আপনার নির্দেশ মত মূল তথ্যভান্ডার থেকে তথ্য ও বিশ্লেষণ আপনার কমপিউটারের পর্দায় দেখানো বা আপনার প্রিন্টারে প্রিন্ট করা।

অবস্থাটা চিন্তা করুন। ধরুন আপনি আমেরিকার কোন একটা বাজারে বিনিয়োগ করেছেন। কমপিউটারের মাধ্যমে আপনি সার্বক্ষণিকভাবে পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে ঐ বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। কোন কারণে যদি আপনার প্রয়োজন হয় যে আপনি একটা নির্দিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার কিনবেন, তখন আপনার কমপিউটার থেকেই তা জানিয়ে দিতে পারবেন আপনার আমেরিকান কোন শেয়ার এজেন্টকে। ব্যাস, ঝামেলার এখানেই শেষ। সামান্য কিছু কমিশনের বিনিময়ে এই এজেন্টই তার কমপিউটার থেকে বাকি কাজ সেরে ফেলবে।

বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের তথ্য সেবা প্রদানকারী কয়েক শত প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে নামকরা কয়েকটি হল রয়টার, ডো জোনস্, স্টানডার্ডস এন্ড

পুয়রস, ডাটা ষ্ট্রীম ইত্যাদি। এছাড়াও ওয়াল ষ্ট্রীট জার্নাল, টাইম, ষ্ট্রেইট টাইমস (সিঙ্গাপুর) ইত্যাদির মত বেশ কিছু পত্রিকা নিয়মিত ভাবে এসব তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এসমস্ত প্রতিষ্ঠান যে সব সেবা প্রদান করে থাকে তা মোটামুটি একই রকম। অর্থাৎ এরা সবাই আপনাকে প্রায় প্রতিটি ব্যস্ত শেয়ার বাজার সম্পর্কিত তথ্য প্রতিনিয়ত সরবরাহ করে থাকে। এদের সেবা ও তার পরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ডাটা ষ্ট্রীম সম্পর্কিত আলোচনা দেখুন।

দেশী বাজার ও কমপিউটার ঃ বর্তমান

বিশ্ব বাজারের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থানটি কি এবার জানা যাক। সন্দেহ নেই যে আমরা তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছি। আমাদের সাথে পৃথিবীর যে ফারাক তা কমা দূরে থাক বাড়ার হারটাও যেন বাড়ছে। অন্ততঃ ঢাকার শেয়ার বাজারের দিকে তাকলে তো তাই মনে হয়।

১৯৬৪ সালে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের জন্ম। শুরুর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিরা এখানে বেশ ভালোই ব্যবসা করতো। স্বাধীনতার পর থেকে ৭৫-এর আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নীতি ও অন্যান্য কারণে এর ব্যবসা প্রায় বন্ধ ছিল। '৭৫-এর পর থেকে এটি আবার নতুন উদ্দ্যমে কাজ শুরু করে। অবশ্য ততদিনে বাঙালী ঋণ সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং চালু হবার পরও প্রায় ১৬-১৭ বছর এই এক্সচেঞ্জের লেনদেনের পরিমাণ ছিল সামান্যই। ঢাকার শেয়ার বাজারে তেজীভাব প্রথম লক্ষ্য করা যায় '৯২ এর গোড়ার দিকে। এর পর থেকে এই বাজার আর পিছনে ফিরে তাকায় নি।

বর্তমানে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জে যে পদ্ধতিতে কেনা-বেচা হয় তাকে এক কথায় বলা যায় "Out Cry" পদ্ধতি। সোজা বাংলায় যাকে বলে "নিলাম"। সেই নিলামের মাধ্যমে এই বেচা-কেনা হয়। শেয়ারের ক্রেতা ও বিক্রেতা দুজনেই একটা খোলা ফ্লোরে একটি নির্দিষ্ট শেয়ারের মূল্য নিয়ে দর কষাকষি করেন এবং এক পর্যায়ে লেনদেন হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই জাতীয় প্রাচীন পদ্ধতিতে একজন ক্রেতা সমস্ত বিক্রেতার কাছে এবং এক জন বিক্রেতা সমস্ত ক্রেতার কাছে পৌঁছুতে পারে না। সুতরাং কোন শেয়ারই তার নায্য দামে বেচাকেনা হয় না। তাছাড়া প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতাকে পুরো একদিন আগেই ক্রয় বা বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে শেয়ার ব্রোকারকে জানিয়ে দিতে হয়। ফলে ক্রেতা বা বিক্রেতা শেয়ারের মূল্য পরিবর্তনের সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যে সিদ্ধান্ত নেবে সে সুযোগও এখানে নেই।

অবশ্য শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন যে ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জের ও কমপিউটার আছে। তবে এই কমপিউটারে যা রাখা হয় বা এটি দিয়ে যা করা হয় তাকে ঠিক কমপিউটারের সঠিক ব্যবহার চলা চলে না। বর্তমানে সারাদিন যখন হাকা হাকি-ডাকাডাকি করে বাজার শেষ হয় তখন সারাদিনের সমস্ত লেনদেন সম্পর্কিত গুটি কয়েক তথ্য এই কমপিউটারে সংরক্ষণ করা হয়। যেমন কোন শেয়ার কতটি কি দরে বেচা হয়েছে, বাজরের মূল্য সূচকের কি অবস্থা ইত্যাদি। তারপর সংরক্ষিত তথ্য থেকে একটি দৈনিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। অবশ্য আমার মতে এই প্রতিবেদনটিকে একটা তালিকা বলাই ভাল, কেননা এটিতে কোন ধরনের বিশ্লেষণ থাকেনা বললেই চলে। যদিও কমপিউটারটিতে একটা কাষ্টমাইজড সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় তবুও এই তালিকা তৈরি ছাড়া সেটির আর কোন ব্যবহার আছে বলে মনে হয় না।

আর শেয়ার বা কোম্পানী সংক্রান্ত কোন তথ্য? বাংলাদেশে তথ্য পাওয়া যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। আমি ব্যাক্তিগতভাবে ঢাকার অনেক শেয়ার ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানকে দেখেছি যে বাংলাদেশের কোন কোম্পানী বা শেয়ার সম্পর্কে জানতে বিদেশী কোন না কোন ব্রোকারের মুখাপেক্ষী হতে। এ কথা নিশ্চিত যে হংকং-এর শীথ নিউ কোর্ট ফারইষ্ট ঢাকার শেয়ার বাজার এবং এই বাজারে জড়িত সবার সম্পর্কে যত তথ্য সংরক্ষণ করে তত তথ্য ঢাকার কারোর কাছেই নেই। না সরকারের কাছে, না ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাছে, না সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কাছে। এ কেমন লজ্জার কথা! আমার দেশের খবর আমাকে নিতে হবে দেশের বাইরে থেকে।

এরকম অবস্থায় অন্য যে ধরনের প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকারীদের তথ্য যোগান দিয়ে সাহায্য করতে পারতো তা হল দেশীয় শেয়ার ব্রোকার ফার্মসমূহ। বর্তমানে ঢাকায় ৮ থেকে ১০টি শেয়ার ব্রোকারেজ ফার্ম আছে যারা এই ব্যবসায় জড়িত। এদের কাছেও যে সব তথ্য আছে সেগুলো আসলেই খুব একটা কাজের কিনা বা এই তথ্যগুলো দিয়ে আসলেই কোন কাজের কাজ হয় কিনা সন্দেহ। তবে ক্ষুদ্র পরিসরে একটি ব্রোকারেজ ফার্ম চেষ্টা করছে। এরা গত বছরের মাঝামাঝি থেকে তাদের কমপিউটারে একটা ডাটা ব্যাঙ্ক গড়ে তুলেছে। ডাটা ব্যাঙ্কটিতে তারা শেয়ার ও তার মুল্য পরিস্থিতিসহ অন্যান্য বেশ কিছু প্রাথমিক তথ্য সংরক্ষণ করে। এইসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিদিন দুটা করে ১/২ পাতার সংবাদ বুলেটিনও প্রকাশ করে। এই বুলেটিন নিয়মিত ভাবে ঢাকায় বিনিয়োগে আগ্রহী বিদেশী ব্রোকারেজ ফার্মসহ এদের দেশীয় গ্রাহকদের সরবরাহ করে। তাছাড়া তারা নিয়মিত ভাবে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক বিশ্লেষণসহ বিশেষ সংখ্যা বুলেটিনও প্রকাশ করে। কিন্তু যেখানে তথ্যের এত আকাল সেখানে মধ্যবর্তী পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে একটা মাত্র প্রতিষ্ঠান কি-ই বা করতে পারে।

যাহোক, তারপরও শীথ নিউ কোর্ট ও এরকম অন্যান্য যে সমস্ত বিদেশী ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠান ঢাকা বাজারে বিনিয়োগ করছে তারা এটুকুতেই খুশী না। এদের বক্তব্য খুবই সাধারণ। তাদের গ্রাহকরা আর যাই করুক অন্ধকারে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয়। তারা পৃথিবীর অন্য যে কোন শেয়ার কেনার আগে যেমন ঐ শেয়ার সংক্রান্ত প্রায় সব তথ্য জেনে নেয়, বাংলাদেশের বেলায়ও তাদের চাওয়া একই। সমস্যা হচ্ছে তথ্য চাইলেইতো হবে না, ঢাকায় তথ্যের অকাল সর্বত্র। ফলাফল সাধারণ। আশানুরূপ বিদেশী বিনিয়োগ ঢাকার শেয়ার বাজারে হচ্ছে না।

আর শুধু বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কথাই বা বলি কেন, দেশী বিনিয়োগকারীরাও সঠিক তথ্যের অভাবে অনেক সময়ই এমন সব শেয়ারে বিনিয়োগ করছেন যা তারা তথ্যগুলো জানলে হয়তো করতেননা। এছাড়া তথ্যের এই অপর্যাপ্ততার কারণে যে সব কোম্পানী আসলেই ভাল ব্যবসা করছে সে সব কোম্পানীর শেয়ার হয়তো উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। অথচ ভাল নয় এমন সব শেয়ার হয়তো বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এতে করে ভাল কোম্পানীর ক্ষতি হচ্ছে আর পুরস্কৃত হচ্ছে খারাপ কোম্পানী। সন্দেহ নেই এ জাতীয় অবস্থার ভবিষ্যত ফলাফল খারাপ।

দেশী বাজার ও কমপিউটার ঃ ভবিষ্যৎ

প্রশ্ন জাগে মনে শেয়ার বাজারের ভবিষ্যত কি? শোনা যাচ্ছে যে এ বছরের শেষাশেষি ঢাকার শেয়ার বাজারে ইলেকট্রনিক বোর্ডের মাধ্যমে বেচাকেনা শুরু হবে। এ সংক্রান্ত প্রস্তুতি দেখে অবশ্য মনে হয় সময়ের ব্যাপারটা ছাড়া এই পদ্ধতি অন্ততঃ ঢাকায় চলে আসবে। কিন্তু এ পর্যন্তই। ঢাকার বাজারে কমপিউটার বা অন-লাইন সার্ভিস সংক্রান্ত তৎপরতা চোখে পড়ে না। ব্রোকারেজ ফার্মদের মধ্যে ঐ পূর্বোক্ত ফার্মটিই একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। তারা এ বছরের শেষ নাগাদ আন্তর্জাতিক মানের একটা ডাটা ব্যাংকের কাজ শেষ করতে চায়। এ জন্য দেশীয় একটি সফটওয়্যার উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এদের চুক্তিও হয়ে গেছে। এছাড়া এরা ইতিমধ্যেই ঢাকার বাজারের বিভিন্ন তথ্য ফ্লপি ডিস্কে করে বিদেশে পাঠানো শুরু করেছে। এবছর জুন-জুলাই নাগাদ এরা এই ধরনের একটি বিদেশী ফার্মের সাথে চূড়ান্ত চুক্তি করবে বলে আশা করছে। ফলে এদের পাঠানো তথ্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ হয়তো উৎসাহ যোগাবে।

ঢাকার শেয়ার বাজার ও এর কমপিউটারায়ণ নিয়ে বেশ অনেকের সাথেই এই প্রতিবেদকের আলাপ হয়েছে। এরা সবাই জানেন যে কমপিউটার প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ছাড়া ঢাকার বাজারে যাকে আমরা বলি "স্বচ্ছতা" সেটা আসবে না। আর স্বচ্ছতার অভাব যে কোন শেয়ার বাজারের জনাই সবচেয়ে বড় সমস্যা–ঢাকার জন্যতো বটেই। তাহলে কমপিউটারায়ন হচ্ছে না কেন? এটা একটা যাকে বলে মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন, যার ফুটো পয়সার উত্তরও আমি কারো কাছে পাইনি। আশা করি যারা শেয়ার বাজারে জড়িত আছে বা এই বাজারের উন্নয়নের কথা ভাবেন তারা এই ব্যাপারগুলো ভেবে দেখবেন। এটা নিয়ে তো দ্বিমত থাকার কথা নয় যে শেয়ার তথ্য ভিত্তিক বাজার তত্ত্ব ভিত্তিক নয়। ❁

ডাটা ষ্ট্রীম একটি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কোম্পানী। এই কোম্পানীটি গত বছর ১০০ মিলিয়ন আমেরিকান ডলার বা ৪০০ কোটি টাকার তথ্য বিক্রয় করেছে। কোম্পানীটির জন্ম ১৯৬৪ সালে। বর্তমানে প্রায় ১৫০০ গ্রাহক এজেন্সীর মাধ্যমে এই সংস্থাটি সারা বিশ্বে শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত লাখ লাখ বিনিয়োগকারীকে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করছে। এসব গ্রাহক এজেন্সীগুলি বিশ্বের ৪০টি দেশে ছড়িয়ে আছে। এই কোম্পানীটি বিশ্বের সব বড় বড় শেয়ার বাজার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং এদের নিজেদের ডাটা ব্যাঙ্কে তা ধারণ করে। '৯৪-এর শেষ দিকে একটা পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে এদের ব্যাঙ্কে মোট ৭৩ কোটি তথ্য আছে। এসব তথ্যের মধ্যে প্রতিদিন সাড়ে তিন লাখ তথ্য বদল হচ্ছে বা যোগ হচ্ছে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টা প্রতি মিনিটে ঐ ডাটা ব্যাঙ্কের গড়ে ২৪৩টি তথ্য বদল বা যোগ হচ্ছে।

এরা এদের গ্রাহকদের অন-লাইন বা সার্বক্ষণিক তথ্য সরবরাহ করে। এদের নিজেদের তৈরি একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে গ্রাহক এদের মূল তথ্য ব্যাঙ্ক থেকে পছন্দমত যে কোন তথ্য ও বিশ্লেষণ পেতে পারে। তাছাড়া গ্রাহকের নিজস্ব নেটওয়ার্কের মাধ্যমে আবার এসব তথ্য প্রকৃত বিনিয়োগকারীর ডেস্কে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।